দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

পরীক্ষার স্থগিত ফল

গত ৩০শে নবেম্বর চারটি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন করে দৌড়-ঝাঁপ।

কিন্তু এছাড়া ভিন্ন সমস্যা আছে আর একটি মহলে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রতি বছর বিভিন্ন বোর্ডের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর ফল স্থগিত রাখা হয়। এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের উদ্যোগে দেনদরবার করতে হয়।

কারণ, কোন ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত ঘোষণা করা হলে প্রথমেই বলা হবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কথা। অথচ হয়তবা ঐ ছাত্রছাত্রী একান্তভাবেই মেধাবী এবং সৎ। হয়ত তার পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়েছে ফরম পূরণে ত্রুটি বা তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন ত্রুটির জন্য। এ ত্রুটি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বা এডমিট কার্ড দেবার পূর্বেই শনাক্ত হওয়ার কথা। এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে হলে পরীক্ষা শুরু হবার আগে নেয়াই বাঞ্ছনীয়।

এরপরে আছে ভর্তির সমস্যা। যাদের পরীক্ষার ফল 'স্থগিত' তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তেমন 'গা' করেন না। ফলে 'ফলাফল স্থগিত' ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

এ পরিস্থিতি এ বছরও দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে চিঠি আছে ঢাকার দৈনিকে। চিঠিতে বলা হয়েছে চোখের ওপর দিয়ে পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তির সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। ফলে, তাদের একটি বছর নষ্ট হতে যাচ্ছে।

আমাদের ধারণা, চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অবহিত। তাই অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত এবার 'স্থগিত'দের সম্পর্কে জরুরী ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।